

• হাদিস

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خُسِّ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا عِلْمٌ . (التِّرْمِذِيُّ: بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقَصَاصِ حَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ)

১. হযরত ইবনে মাসউদ ^{রহিমাহুতাহ} নবী ^{সাল্লাল্লাহু} থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন কোন আদম সন্তানের পা এক কদমও নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা না হবে। ১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? ৩. ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে? ৫. এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী : বাবু মাজা'আ ফি শানিল হিসাবি ওয়াল ফিসাসি, ২৩৪০)

সালাত

• আল-কুরআন

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ •

১. তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ-২২ : ৪১)

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنِ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا •

২. (হে নবী!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামাজ কায়েম করুন। আর ফজরের (নামাজে) আল-কুরআন পড়ুন, কেননা ফজরে

আল-কুরআন পড়ার সময় (ফেরেশতারা) হাজির থাকে। (সূরা বনি ইসরাইল- ১৭:৭৮)

وَاقْبِلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ •

৩. সালাত কয়েম কর, জাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকুকারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকু কর) (সূরা বাকারা-০২:৪৩)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ • الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَاوَرِبَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ •

৪. সবর ও নামাজ দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামাজ খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু এসব অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়, যারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আপন রবের সাথে দেখা করতেই হবে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা, ০২:৪৫-৪৬)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ • وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ •

৫. (হে নবী!) আপনার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এবং নামাজ কয়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর জিকর এর চেয়েও বড় জিনিস। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা আনকাবুত-২৯:৪৫)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা- ৪৩, ১১০, ১২৫, ১৩৮, সূরা নিসা-১০১-১০৩, সূরা মায়দা-৬, ১২, ৫৫, সূরা তাওবা-৫, ১১, ৭১, সূরা হুদ-১১৪, সূরা বনি ইসরাইল-৭৮-৭৯, ১১০, সূরা ত্বহা-১৩০-১৩২, সূরা আশিয়া- ৭৩, সূরা ম'মিনুন-২, সূরা নূর- ৩৭, সূরা ফুরকান-৬৩-৭৪, সূরা আনকাবুত- ৪৫, সূরা রোম-৩৯, ৫৫, সূরা জুমুয়াহ-৯, সূরা মাউন-৪-৫

• হাদিস

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (بُخَارِي: بَابُ صِفَةِ النَّارِ)

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তাআলাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাদিআল্লাহু আনহু